রবিখন্দে মুসুর ডাল চাষ

টি-সমেটি

কৃষি বিভাগ

ত্রিপুরা সরকার

রবিখন্দে মুসুর ডাল চাষ

জমি নির্বাচন ঃ জল নিকাশী সুবিধাযুক্ত বেলে-দোঁয়াশ মাটি উপযুক্ত ।

বীজ শোধন ঃ কার্বেন্ডাজিম ও ম্যানেকোজেব ১ঃ২ অনুপাতে বা সাফ ৩ গ্রাম প্রতি কেজি শুকনো বা ৬ ঘন্টা ভিজানোর ২-৩ ঘন্টা পর বীজের সাথে ভালভাবে মেশালে বীজবাহিত রোগ কমে ।

বীজ ভিজানো ঃ পরিষ্কার জলে ৬ ঘন্টা বীজ ভিজাতে হবে। জল থেকে তুলে ২-৩ ঘন্টা ছায়ায় ছড়িয়ে শুকাতে হবে । বীজের গায়ে কোন জল থাকতে পারবে না ।

জীবাণু সার প্রয়োগ ঃ ছায়ায় শুকানো ভিজা বীজের সাথে রাইজোবিয়াম জীবাণু সার ভালভাবে মাখাতে হবে। জীবাণু সার মাখানোর আধ ঘন্টা পর বীজ বোনার জন্য তৈরী হয়ে যাবে। জীবাণু সারের পরিমাণ ২০০ গ্রাম / কেজি বীজ ।

চাষ পদ্ধতি ঃ

১। একক ফসলরূপে (জমি চাষ দিয়ে ও মই দিয়ে মাটি ঝুরঝুরে করে আগাছা বেছে বীজ বোনা ।

২। পায়রা পদ্ধতি (ধান কাটার ১৫ থেকে ২০ দিন আগে জমিতে বীজ বোনা যেখানে জমি চাষ দিতে হয় না।)

বীজের পরিমাণ ঃ ১। একক ফসলরূপে ৬-৭কেজি /কানি (৪০ কেজি / হেঃ) ।

২। পায়রা ফসলে — ১০-১২ কেজি / কানি (৬০ কেজি / হেঃ)

বীজ বপনের সময় ঃ বাংলা মাসে অগ্রহায়ণের প্রথম সপ্তাহ (১৫-২০ নভেম্বর) সবচেয়ে ভাল সময় ।

পায়রা পদ্ধতি ঃ আমন ধান কাটার ১৫-২০ দিন আগে জীবাণু সারমাখা বীজ বুনতে হবে। মনে রাখতে হবে ধান কাটার সময় মাটি থেকে ২০ সেমি উচ্চতায় কাটতে হবে।

সার প্রয়োগ ঃ জমিতে প্রয়োগ (একক ফসলরূপে) ঃ এনঃপিঃকেঃ - ২০ঃ৬০ঃ৪০ কেজি / হেঃ

বাজারে প্রাপ্ত সার হিসাবে-

ইউরিয়া	৭ কেজি / কানি	
এস.এস.পি	৬০ কেজি / কানি	(এস.এস.পি.-তে ১২% সালফার থাকে যা মুসুর চাষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে) ।
এম.ও.পি	১০.৬ কেজি / কানি	

অনুখাদ্য ঃ

জিঙ্ক সালফেট ২.৪ কেজি / কানি (১৫ কেজি / হেঃ)

পাতায় স্প্রে ঃ প্রতি ১০ লিটার জলে

১) ইউরিয়া / ডি.এ.পি	২০০ গ্রাম (২০% ইউরিয়া)
২) মলিবডেট / অ্যামোনিয়াম মলিবডেট	৫ গ্রাম (০.৫% মলিবডেট)
৩) বোরাক্স / সোহাগা	২০ গ্রাম (২% বোরিক অ্যাসিড)

প্রথম স্প্রে তে ইউরিয়া / ডি.এ.পি স্প্রে-র ২ দিন পরে মলিবডেট / অ্যামোনিয়াম মলিবডেট এবং ২য় স্প্রে তে ইউরিয়া / ডি.এ.পি স্প্রে-র ২ দিন পরে বোরাক্স / সোহাগা স্প্রে করতে হবে।

প্রতি কানি জমিতে ৮০ থেকে ৯০ লিটার জল প্রয়োগ করতে হবে।

স্প্রে করার সময় ঃ ২ বার স্প্রে করতে হবে। প্রথম বার বীজ বোনার ৩০ থেকে ৩৫ দিন পর, দ্বিতীয় বার ফুল আসার আগে (৫৫ থেকে ৬০ দিন) বা শুঁটি ধরার আগে।

বীজ বোনার দূরত্ব	সারি থেকে সারি	গাছ থেকে গাছ
	২৫ সেমিঃ (১০ ইঞ্চি)	১০ সেমিঃ (৪ ইঞ্চি)

অন্তবর্তী পরিচর্যা ঃ

সারিতে বোনার ২-৩ সপ্তাহের দূরত্ব মত সুস্থ-সবল গাছ রেখে, তুলে ফেলতে হবে। বোনার ৩০ ও ৬০ দিনের মাথায় নিড়ানির সাহায্যে আগাছা পরিস্কার করতে হবে। আগাছা দমনে রাসায়নিক ঔষুধ ও ব্যবহার করা যেতে পারে। পেন্ডিমিথালিন প্রতি কানিতে ১৬০ গ্রাম হারে বীজ বোনার সময় থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে মাটিতে প্রয়োগ করতে হবে। এতে আগাছা অনেক কম হবে।

জলসেচ ঃ মুসুর ঃ জমিতে রস না থাকলে, একটি হাল্কা সেচ দিয়ে বীজ বোনা দরকার । মুসুর চাষে মাটিতে তসের অবস্থা বুঝে ৩৫-৪০ দিনে এবং ৭০-৮০ দিনে হাল্কা সেচ দিলে ফলন বেশী পাওয়া যায়। অতিমাত্রায় জলের উপস্থিতিতে রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়। জল সেচের প্রয়োজনীয় সুবিধা না থাকলে H.C. Sprayer-র মাধ্যমে গাছে এবং গাছের গোড়ায় জল দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। এতেও সেচের প্রয়োজন অনেকটা মেটানো যায়।

শস্য সুরক্ষা ঃ

রোগ ঃ ১। ঢলে পড়া রোগ ঃ বীজ শোধন ২। গাছ ঝলসানো ।

প্রতিকার ঃস্প্রে-ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম / প্রতি লিটার জলে ৩। ফুল আসার পর ঘন কুয়াশা বা বৃষ্টির কারণে গাছের ডগার দিক থেকে বাদামি রঙ হয়, পরে কাল হয়ে যায় (গ্রে মোল্ড)।

প্রতিকার ঃ স্প্রে-ম্যানকোজেব ২.৫ গ্রাম / প্রতি লিটার জলে ।

পোকা ঃ

১। শুটি ছিদ্রকারী পোকা ও ২। বাদামি জাব পোকা ঃ

প্রতিকার ঃ কার্বোসালফান (২৫% ই.সি) ২ মিলি / প্রতি লিটার জলে ।

অন্তবর্তী ও মিশ্র চাষ ঃ ৪-৬ সারি অন্তর ১ সারি সরিষা লাগালে ভালো ফল পাওয়া যায়। তিসি, সরিষা বা গমের সাথে মুসুর মিশ্র চাষ করা যায় ।

.....

টি-সমেটি, লেম্বুছড়া, পশ্চিম ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত এবং
সানগ্রাফিকস, আগরতলা কর্তৃক মুদ্রিত।